তারিখ ....22 AUG 2016..
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

দৈনিক
ইত্তেফাক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

ইতোমধ্যে ১৪-১৫ সেশনের প্রথম বর্ষ এবং পূর্ববর্তী বর্ষের মানোন্নয়ন পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে। এতে অনেক শিক্ষার্থীর ত্রুটিযুক্ত রেজাল্ট এসেছে। ভালো পরীক্ষা দিয়েও অনেকের দু-একটা বিষয়ে ফেল এসেছে। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া শিক্ষার্থীরও ফেল এসেছে এক বিষয়ে! আবার কারো কারো রেজাল্টই আসেনি। ফল প্রকাশের বিষয়টি আরো সাবধানতার সঙ্গে দেখা হলে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না।

আল-আমীন,
অনার্স তৃতীয় বর্ষ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা বিরুদ্ধ। একজন ছাত্র তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কতবার জামানত আর পকেট মানি খাতে টাকা দেবে? বিভিন্ন খাতে এসব টাকা আদায়ের পরও আইডি কার্ড প্রদানের নামে বা বিভিন্ন উছিলায় রশিদ ছাড়া পৃথকভাবে টাকা আদায় করে থাকেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। অভিভাবক মিটিংএ একাডেমিক বা অন্য প্রসঙ্গ তুললে কর্তৃপক্ষ তির্যক মন্তব্য করে থাকেন। এসব অনিয়মের কি কোনো প্রতিকার নাই?

জনৈক অভিভাবক